গাংনীতে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা

কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা, মোড়কীকরণ বিধি অমান্য করা, অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় মুড়ি তৈরি, পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ ও প্রদান না করা, তুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করাসহ নানা অভিযোগে একটি মুড়ি কারখানা ও একটি মুদি দোকানে ভ্রাম্যমান অভিযান চালিয়ে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ সোমবার (৩ এপ্রিল) দুপুরের দিকে গাংনী পৌর এলাকার চৌগাছা গ্রামের মা মুড়ি কারখানা ও মেসার্স সুমন স্টোর নামক তেল চিনির পাইকারি ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে এই অভিযান চালানো হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এই অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় তাকে সহযোগিতায় ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তার মোঃ তারিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ মশিউর রহমান ও মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একদল পুলিশ সদস্য।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, মেসার্স মা মুড়ি মিলের কারখানায় কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা, মোড়কীকরণ বিধি অমান্য করা, অস্বাস্থ্যকর প্রক্রিয়ায় মুড়ি তৈরিসহ নানা অপরাধে প্রতিষ্ঠানের মালিক মো: কিবরিয়াকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া পণ্যের ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ ও প্রদান না করা, মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করায় মেসার্স সুমন স্টোর নামক তেল চিনির পাইকারি ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৪৫ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠানে ৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পরে গাংনী বাজারে তরমুজ ও ফলের দোকানগুলো তদারকি করা হয়। ব্যবসায়ীদের ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় ও ক্রয় ভাউচার সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে ১১ গ্রাম হেরোইনসহ ২মাদক ব্যবসায়ী আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-২ গাংনী ক্যাম্পের অভিযানে ১১ গ্রাম হেরোইনসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।

আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের ঘোষপাড়া এলাকার আব্দুস সাত্তারের ছেলে শাহীন হোসেন (১৯) ও একই গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার ইসরাফিল আলীর ছেলে রফিকুল ইসলাম(৩২)। এসময় তাদের নিকট থেকে মাদক ক্রয় বিক্রয়ের কাজে ব্যবহৃত ২টি মোবাইলফানে ও নগদ ১১’শ টাকা জব্দ করা হয়েছে।

আজ সোমবার (৩ এপ্রিল) ভোরের দিকে র্যাবের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা-দক্ষিণ যাদবপুর রাস্তার ঈদগাহ মাঠের সামনে থেকে অভিযান চালিয়ে হেরোইনসহ এই ২ মাদক কারবারীকে আটক করা হয়।

দুপুরের দিকে র্যাব-১২ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার (এএসপি) গোলাম ফারুক স্বাক্ষরিত প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য জানা গেছে।

র্যাব-১২ এর গাংনী ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার (এএসপি) গোলাম ফারুক বলেন, মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দক্ষিণ যাদবপুর ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই দুজন মাদক কারবারীকে আটক করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে ১১ গ্রাম হেরোইন, ১১ শ নগদ টাকা ও ২ টি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

এঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় র্যাবের পক্ষ থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আটকদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসক মো. আজিজুল ইসলামের যোগদান

মেহেরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসক মো. আজিজুল ইসলামের যোগদান করেছেন। আজ সোমবার সকাল ১১ টার সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে তিনি যোগদান করেন।

বিদায়ী জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান উপস্থিত থেকে মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক মোঃ আজিজুল ইসলামকে ফুলদিয়ে বরণ করে নেন।

এ সময় উপস্থিত উপপরিচালক স্থানীয় সরকার মৃধা মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লিংকন বিশ্বাস,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) লিউজা-উল-জান্নাহ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ওবায়দুল্লাহ, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু, সিনিয়র সহকারী কমিশনার (রাজস্ব শাখা) রনি খাতুন, সহকারী কমিশনার (নেজারত শাখা) গোলাম রাব্বানী সোহেল, সহকারী কমিশনার (শিক্ষা শাখা) মো. আবীর হোসেন, সহকারী কমিশনার (জেলা প্রশাসকের গোপনীয় শাখা) সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সহ বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে নামাজরত মুসল্লিসহ ৪ জনকে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম

ইফতার শেষে মসজিদে নামাজরত অবস্থায় হামলা চালিয়ে নারীসহ ৪ জনকে আহত করেছে প্রতিপক্ষরা।
আহতরা হলেন গাংনী উপজেলার বালিয়াঘাট গ্রামের খেদ আলীর ছেলে শাহিন

(৪০), মখলেছুর রহমানের স্ত্রী তহমিনা খাতুন (৫০) তার ছেলে সাহারুল ইসলাম (৩৫) ও টোকন হোসেন (২২)। অপরদিকে হামলাকারী মোতালেব হোসেন (৩০) আহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার মাগরিবের নামাজ চলাকালিন সময়ে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

রফিকুল ইসলামের ছেলে মোতালেব হোসেন ও নমাজ আলীর ছেলে আতাউল ইসলামের নেতৃত্বে ৩০/৪০ জন লোক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে অতর্কিত এই হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেন আহত টোকন হোসেন।

তিনি জানান, আমার পিতা মখলেছুর রহমান বাড়ির পাশে ১ শতক জমি দেড় লাখ টাকায় বিক্রি করেছেন। জমি বিক্রির দেড় লাখ টাকা একই গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে দালাল মোতালেব হোসেন নিয়ে নেন। গত শনিবার এনিয়ে গ্রাম্য সালিশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সালিশ বৈঠকে দালাল মোতালেব হোসেন মাত্র ৫০ হাজার টাকা ফেরত দেন। গতকাল রবিবার মোতালেব হোসেন ও আতাউল হকের নেতৃত্বে সন্ধ্যায় হঠাৎ ৩০/৪০ জন লোক লাঠি শোঠা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে আমাদের রক্তাক্ত জখম করেন। আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেরের উপসহকারি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) শরীফুল ইসলাম বলেন, শাহিন ও সাহারুল ইসলামের মাথায় রক্তাক্ত জখম হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

১০ বছরের ভিক্ষা জীবন ছেড়ে ব্যবসায়ী প্রতিবন্ধী সাগর

ভিক্ষা করে পাওয়া হাজার টাকার চেয়ে ব্যবসা করে দুইশ টাকা রোজগার অনেক সম্মানের ঠেলা গাড়িতে গ্রাম ও শহর ঘুরে ভিক্ষা করে ৪০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা রোজগার করতাম। সে রোজগারে কোন বরকত ছিলনা। ছিলনা সম্মান। অনেক সময় পরিচিত লোক দেখে লজ্জায় মাথা নুইয়ে যেতো। ভিক্ষা করা খুবই লজ্জার একটি পেশা। ধর্মীয় ভাবেও এ পেশায় স্বীকৃতি নেই। ভিক্ষার টাকা থেকে সংসার চালিয়ে কিছু টাকা সঞ্চয় করে রাখতাম । আমি এখন আর ভিক্ষা চাইনা। এখন আমি ব্যবসা করি জীবন

সাগর আহাম্মেদের নানি মদিনা বেগম জানান, ছোট বেলায় সাগররের বাবা মারা যায়। তখন সাগরের মা মুনজিরার বয়স খুবই অল্প। বিধবা মেয়ে ঘরে রাখা খুবই কষ্টের। তাই তার ইচ্ছে না থাকা সত্বেও অন্যত্র বিয়ে দিতে হয়েছে। ছোট বেলা থেকেই সাগরকে আমি মা বাবার আদর স্নেহ দিয়ে বড় করেছি। পরের বাড়িতে কামলার কাজ করে আমরা দুজন সংসার চালাতাম। পরে আমার অনেক বয়স দেখে কেউ কাজে নিতে চাইতানা। বাধ্য হয়েই সাগরকে ভিক্ষার ঝুঁলি হাতে নিতে হয়েছিল। এখন সাগর আর ভিক্ষা করেনা। গ্রামের একটি মোড়ে বাইসাকেলের পার্টসপত্র বিক্রি করে। এখান থেকে যা আয় হয় তা দিয়েই আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাঃ মশিউর রহমান জানান, সাগর আহাম্মেদ অগে ভিক্ষা করতো জানতে পেরে তাকে ভিজিডি ও ভিজিএফ এর সুবিধা দেয়া হচ্ছে। মাঝে মধ্যে তার খোজ খবর নিই। তবে এমন পরবির্তন খুবই ভাললাগার বিষয়। ৩০ বছরের যুবক তার পেশা পরিবর্তন করে নিয়ে নিজেকে অত্ননির্ভশীল করে সংসার চালাচ্ছে এটি একটি উদাহরণও বটে।

গাংনী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ আরশাদ আলী জানান, সাগর আহাম্মেদকে প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ড করে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন সহযোগীতা দেয়া হয়। তবে ১৫ বছর ধরে যে সাগর ভিক্ষা করেছে। সেই সাগর নিজেকে পরিবর্তনের জন্য সমাজে মাথা উচিয়ে বাঁচার জন্য এখন ব্যবসা করছে। এমন উচ্ছা শক্তি সকলের মধ্যে তৈরী হলে ভিক্ষুকের সংখ্যা থাকবেনা। এর পরেও সরকারি কোন সুবিধা এলে সাগার আহাম্মেদরে কথা আমাদের মনে থাকবে। শুধু সাগর নয়, অন্যরাও ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে ব্যবসায় আসলে তাদের পুনর্বাসন করা হবে।

মেহেরপুর পৌরসভার ৯ ও ২ নং ওয়ার্ডের সড়ক নির্মাণ কাজের

উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নম্বর ওয়ার্ড ও ২ নম্বর ওয়ার্ডে ড্রেন ও কংক্রিট রাস্তার উদ্বোধন করা হয়। আজ রবিবার বিকেলে উদ্বোধনের সময় মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন মেহেরপুর পৌরসভাকে যারা বিগত দিনে এই উন্নয়নকে বাধা গ্রস্ত করেছে মেহেরপুর পৌরবাসীকে পিছিয়ে রেখেছে আজকে সেই সমস্ত কালো ছায়া থেকে ইনশাল্লাহ আমরা আলোর পথে পা রেখেছি।

তিনি আরো বলেন আগামী দুই বছরের ভেতর মেহেরপুর পৌরবাসীর কোন রাস্তা কোন ড্রেন চাওয়া পাওয়া থাকবে না ইনশাআল্লাহ সব কমপ্লিট হবে।

মেহেরপুর পৌরসভার সহকারি প্রকৌশলী (সিভিল) আবুহেনা মোস্তফা কামাল বলেন মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নম্বর ওয়ার্ড আলিয়া মাদ্রাসা পাড়ায় ড্রেন সহ কংক্রিট রাস্তার দৈর্ঘ্য ২০৫ মিটার ও মেহেরপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড থানা রোডে ড্রেন ও কংক্রিট রাস্তার দৈর্ঘ্য ৮২ মিটার এর উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, মেহেরপুর পৌরসভা ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলার, ৭ ও ৮ এবং ৯ নাম্বার সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর রোকসানা কামাল, ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম, মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নু, ৯ নম্বর ওয়ার্ড বাসিন্দা এডভোকেট আব্দুল জব্বার সহ বিভিন্ন নেতা কর্মীর উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে অজ্ঞাত লাশের পরিচয় মিলেছে

মুজিবনগরে উদ্ধারকৃত অজ্ঞাত মরদেহের ব্যক্তির নাম সোহেল রানা। সে মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের ইমাদুল হকের ছেলে।

মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) উত্তম কুমারের ফেইসবুকে এই অজ্ঞাত ব্যক্তির ছবি প্রকাশ করার পর সোহেল রানার পরিবারের লোকজন মুজিবনগর গিয়ে পরিচয় সনাক্ত করেন।

এসআই উত্তম কুমার বলেন, দারিয়াপুর কবরস্থানে অজ্ঞাত হিসেবে দাফনের প্রস্তুতি চলছিল। কবর খোড়া হয়ে গিয়েছিল। এসময় তার পরিবারের লোকজন এসে সনাক্ত করেন। বুড়িপুতা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর ইমাদুল হক, তার পিতা ইমাদুল ইসলামসহ পরিবারের অন্যান্য লোকজনের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়।

পরিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে উত্তম কুমার বলেন, সোহেল রানা বহুবিদ প্রতিবন্ধী। গতকাল শনিবার বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে যায়নি।

এঘটনায় মুজিবনগর থানায় একটি অপমৃত্য দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে জোড়া হত্যা মামলায় ৯ জনের ফাঁসি রায়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের বর্ডার পাড়ায় চাঞ্চল্যকর আবুজেল ও রফিকুল ইসলাম দুই সহদর কে হত্যার দায়ে ৯ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ রবিবার (২ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস এ আদেশ দেন।

একই সঙ্গে প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
দণ্ডিতরা হলেন- একই গ্রামের আব্দুল হালিম, আতিয়ার রহমান, জালাল উদ্দিন, শরিফুল ইসলাম, শরিফ হোসেন, দবির উদ্দিন, আজিজুল হক, ফরিদ হোসেন ও মনিরুল ইসলাম মনি। দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে জালাল উদ্দীন পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, ২০১২ সালের ৫ জুন গাংনীর কাজিপুর

এলাকায় ফেনসিডিলের একটি বড় চালান ধরা পড়ে। ওই ঘটনায় একই গ্রামের কিয়ামুর্দ্দীনের ছেলে আবুজেল(৩৫) ও রফিকুল ইসলাম(৪০) ফেনসিডিল ধরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে তাদের হাত রয়েছে এমন অভিযোগ তোলা হয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২০১২ সালের ১৫ জুন রাতে বিষয়টি মীমাংসা করবে বলে দুই ভাইকে মোবাইল ফোনে ডেকে নেই আসামিরা। পরদিন সকালে কাজিপুর গ্রামের মন্ডল পাড়া এলাকার ভারতীয় সীমান্ত পিলার ১৪৫ নং/এস-৬ এর কাছ থেকে বাংলাদেশ সীমানার ভেতরে ৭০/৭৫ গজ দক্ষিনে জনৈক লাল্টুর মরিচ ক্ষেত থেকে তাদের দুই ভাইয়ের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করা হয়। লাশ উদ্ধারের ঘটনায় ওই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরে দুই সহোদর হত্যার ঘটনায় নিহতদের বোন জরিনা বেগম বাদী হয়ে ৩০২ও ৩৪ ধারায় গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আসাদুজ্জামান মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ১৭ জন সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। মামলার অপর আসামি আরিফ, রাজিব, আলমেস, হারুন ও ফারুকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদেরকে বেকসুর খালাস দেন।

মামলার রাষ্ট্রপক্ষে অতিরিক্ত পিপি কাজী শহিদুল হক এবং আসামি পক্ষে আতাউল হক, এ কে এম শফিকুল আলম এবং কামরুল হাসান আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মামলার রায় ঘোষণার পর অতিরিক্ত পিপি কাজী শহিদুল হক বলেন, এটা মেহেরপুরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় রায় হলো। এই রায় ঘোষণার মধ্যে দিয়ে আবারো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মামলার বাদি জরিনা বেগম সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আদালতের এই রায় অনতিবিলম্বে কার্যকরের দাবী জানান তিনি।

এদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম বলেন, রায়ের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চ আদালতে যাবো।

মুজিবনগরে অজ্ঞাত ব্যাক্তির লাশ উদ্ধার

মুজিবনগরে এক অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। রবিবার সকালে উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে আজিমদ্দীনে জমিতে একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় কৃষকরা। এ সময় তারা মুজিবনগর থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে লাশ হেফাজতে নেয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) আব্দুল আলীম এর উদ্ধৃতি দিয়ে সেকেন্ড অফিসার এসআই উত্তম কুমার জানান, স্থানীয়দের মারফতে খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে যাই এবং লাশ হেফাজতে নেয়। প্রাথমিক তদন্তে মৃত ব্যাক্তির বয়স ৩০/৩৫ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হত্যার কোন আলামত পাওয়া যায়নি স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হচ্ছে তবে ময়নাতদন্তের পরে মৃত্যুর প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। এ সময় স্থানীয় জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা বাদ করেও লাশের পরিচয় উদ্ধার করা যায়নি। তবে তার পোশাক পরিচ্ছদ ও চেহেরা দেখে ধারণা করা হচ্ছে যে মৃত ব্যক্তি ইন্ডিয়া থেকে এসেছে এবয মানসিক ভারসাম্য হীন বা পাগল হতে পারে।

মেহেরপুর জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজমল হোসেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। মুজিবনগর থানা পুলিশ একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করে লাশ পোস্টমর্টেম এর জন্য প্রেরণ করার প্রস্তুতি চলছে।

মুজিবনগরে গাঁজাসহ পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী আটক

১৫০ গ্রাম গাঁজাসহ নুরুজ্জামান ওরফে আগুন (৩২) নামের এক পেশাদার মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

নুরুজ্জামান ওরফে আগুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কেদারগঞ্জ এলাকার

নতুন বাজার এলাকার মতিয়ার রহমানের ছেলে।

শনিবার ভোররাতের দিকে মুজিবনগর উপজেলার মুজিবনগর-দর্শনা রাস্তার বাগোয়ান গ্রামের মধ্যে থেকে তাকে গাঁজাসহ গ্রেফতার করা হয়।

মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অতুল জোয়াদ্দার সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় শনিবার সকালের দিকে ১৯১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) এবং ১৯(ক) ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন, নুরুজ্জামান একজন পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে এর আগেও কয়েকটি মাদকের অভিযোগে মামলা রয়েছে। শনিবার বেলা ১১ টার দিকে আটক নুরুজ্জামানকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।